আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১২ আগস্ট ২০০৫

বর্তমান বিশ্বে প্রায় তিনশ কোটি মানুষ রয়েছে, যাদের বয়স ২৫ বছরের নিচে। এদের মধ্যে ৫০ কোটির অধিক মানুষ দৈনিক দুই ডলারের কম আয়ে জীবন ধারণ করে। ১০ কোটির অধিক স্কুল বয়সী শিশু স্কুলে যায় না। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ শিশু দারিদ্র্যের কারণে মারা যায়। এবং ৭,০০০ যুবক-যুবতী এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত হয়।
এ চিত্র বদলানো সম্ভব, যদি আমরা সবাই মিলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাই।

বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সরকার ২১ শতকে একটি উন্নততর বিশ্ব তৈরির পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যগুলো গ্রহণ করেছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন অংশীদারিত্ব।

দরিদ্র দেশগুলো অঙ্গীকার করেছে সুশাসনের । তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের জনগণের জন্য বিনিয়োগ করবে।

ধনী দেশগুলো অঙ্গীকার করেছে তারা সাহায্য, ঋণ মওকুফ ও ন্যায্য বাণিজ্যের দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা করবে।

আগামী মাসে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ ২০০৫ জাতিসংঘ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। আশা করা হচ্ছে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এ সমাবেশ হবে এ যাবৎকালের সর্ব বৃহৎ সমাবেশ। আমি মনে করি, আমাদের যুগের সবচেয়ে কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমরা ”এক প্রজন্মে একবার আসা”-র একটি সুযোগ পাব।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নেতৃবৃন্দকে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তোমাদের মত যুবকরা এখানে আসবে। ২০০৫ শীর্ষ সম্মেলনে তোমাদের কণ্ঠস্বর নেতৃবৃন্দকে তাদের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সজাগ করবে।

আমি জানি তোমরা এমন বিশ্ব মেনে নেবে না, যেখানে অন্যরা ক্ষুধায় মারা যাবে, নিরক্ষর থাকবে বা মানব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে।

তাই দয়া করে তোমাদের কণ্ঠস্বর সজোরে শোনাও। নিশ্চিত কর যে তোমাদের প্রজন্মই দারিদ্র্যকে পরাভূত করবে।

* ** *